সংবাদ

তারিখ ... 24 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

শরণখোলার তাফালবাড়ী কলেজ

প্রবাসে থাকেন অধ্যক্ষ, ক্লাস নেন ভাড়াটে শিক্ষক

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের শরণখোলার তাফালবাড়ী স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষের নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও চরম অব্যবস্থাপনার কারণে প্রতিষ্ঠানটি এক প্রকার এখন ডুবতে বসেছে। কলেজ পরিচালনা পরিষদের বিগত দিনের কমিটি গুলোর উদাসীনতার কারনে সরকারী নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ হাসানুজ্জামান কবির সহ ওই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অন্যান্য শিক্ষক, কর্মচারীরা তাদের খেয়াল খুশিমতো কর্মস্থলে হাজির হচ্ছেন। এছাড়া কলেজের কম্পিউটার বিভাগের প্রভাষক মোঃ শামীম আহসান পলাশ বছরের পর বছর ধরে অনুপস্থিত রয়েছে কর্মস্থলে। যার ফলে কলেজটির শিক্ষার মান দিন দিন নিম্নমুখী হচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, উপজেলার বন সংলগ্ন সাউথখালী ইউনিয়নের তাফালবাড়ী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে ১৯৬৮ সালে তৎকালীন থানা রাজস্ব কর্মকর্তা টিএম সালেহীন ও মুক্তিযোদ্ধা শহীদ শামসুল হক বেপারীসহ স্থানীয়দের উদ্যোগে কলেজটির স্কুল শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯৯৫ সালে এইচএসসি পর্যন্ত কলেজ শাখার অনুমোদন লাভ করে প্রতিষ্ঠানটি।

কিন্তু ২০০৫ সালে কলেজের অধ্যক্ষের পদটি শুন্য হলে রাজনৈতিক ক্ষমতা বলে ২০০৯ সালে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট ডিগ্রি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ও শরণখোলা উপজেলার মালিয়া রাজাপুর এলাকার বাসিন্দা মরহুম আব্দুল গনি মাস্টারের ছেলে ডঃ হাসানুজ্জামান কবির। অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদানের কয়েক বছর পর প্রতিষ্ঠান হতে কোন প্রকার ছুটি না নিয়েই ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে সপরিবারে আমেরিকায় চলে যান কবির। দীর্ঘ ১৬ মাস বিদেশে অবস্থান শেষে মার্চ ২০১৫ সালে কলেজে হাজির হন কবির। এবং ম্যানেজিং কমিটির তৎকালীন সভাপতিকে ম্যানেজ করে চাকরিতে বহালসহ ১৬ মাসের বেতন ভাতা একত্রে উত্তোলন করে নেয়। পরবর্তীতে পুনঃরায় সুচতুর অধ্যক্ষ ম্যানেজিং কমিটির চোখে ধুলো দিয়ে ২০১৫ সালের মে মাসে আবারো আমেরিকায় চলে গিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ফেরেননি তিনি। তবে তাকে কর্মস্থলে হাজির হতে ইতি মধ্যে দু-দফা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ সাময়িক বরখাস্ত করেছেন বর্তমান কমিটি।

এ বিষয় তাফালবাড়ী এলাকার বাসিন্দা ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ হাসানুজ্জামান পারভেজ বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়ন কলেজ রক্ষার জন্য যারা আন্তরিক তাদের ম্যানেজিং কমিটিতে দীর্ঘদিন ধরে স্থান দেয়া হচ্ছে না। এবং শরণখোলা উপজেলা আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে দ্বিধা বিভক্তি থাকায় এমপির কিছু আস্থাভাজন লোক দীর্ঘদিন ধরে ম্যানেজিং কমিটির পথ দখল করে রাখায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে। অপরদিকে কম্পিউটার প্রভাষক শামীম আহসান পলাশ মুঠোফোনে অনুপস্থিতির বিষয়টি অস্বীকার করেন এবং অধ্যক্ষ বিদেশে অবস্থান করায় তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা মোশারফ হোসেন বলেন, বিষয়টি তিনি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সহ যশোর বোর্ড কর্তৃপক্ষকে অবগত করেছেন। তবে ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত ছাড়া কারও বিরুদ্ধে তিনি পদক্ষেপ নিতে পারছেন না।

তবে নবগঠিত ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা মোঃ মেজবাহ উদ্দিন খোকন বলেন, তিনি সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রথম সভায় ওই অধ্যক্ষকে প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অনিয়মের কারণে সাময়িক বরখাস্ত করার পাশাপাশি একটি তদন্ত টিম গঠন করেছেন। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির নির্ধারিত সময়ে মধ্যে অধ্যক্ষ কর্মস্থলে হাজির না হলে তার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ নুরুজ্জামান খান বলেন, বিষয়টি তিনি অবগত আছেন। অধ্যক্ষসহ ওই প্রভাষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ম্যানেজিং কমিটিকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। অপরদিকে যশোর শিক্ষা বোর্ডের কলেজ শাখার পরিদর্শক অমল কুমার বিশ্বাস জানান, এ বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ কিংবা ম্যানেজিং কমিটি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।